করিয়া মায়াকৃত সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলেই তিনি রাজাই হউন, ইন্দ্রই হউন, অথবা ব্রহ্মাই হউন, মায়াকৃত সংসার-বন্ধন তাঁহার লাগিয়াই থাকিবে। কাহাকেও গলায় বাঁধিয়া যদি রাজসিংহাসনে বসান যায়, তাহা হইলেও তাহাকে বন্ধনজনিত দুঃখভোগ করিতেই হইবে। শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ ভক্তিভিন্ন কর্ম্মার্পণাদিরূপা ভক্তিতে মায়াবন্ধন নিবৃত্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই অভিপ্রায়ে ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন —

যানাস্থায় নমো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

হে মহারাজ! যে ভাগবতধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলে নরমাত্র কোনও বিঘ্নের দ্বারা কখনও অভিভূত হয় না, এই ভাগবতধর্ম্মমার্গে ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং শ্রুতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানরূপ দুইটি নেত্র মুদিয়া চলিলেও স্খলন বা পতন হয় না। বুকে কামনা লইয়াও শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিলে কামিত বিষয় তো লাভ হয়ই, যে বিষয়ে কামনা করিতে জানে না বলিয়া করে না, সেই প্রেমসম্পত্তিও লাভ হইয়া থাকে। সেই বিষয়ে ৫।১৯।২৭ শ্লোকে উল্লেখ করা যাইতেছে—

সত্যং দিশত্যর্থিতমার্থিতো ন ণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতো যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবন্।

পরমকরুণ শ্রীভগবান্ সকাম মানবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, প্রার্থিত বিষয় সত্যসত্যই দান করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই কামিত বিষয় দান করিয়া শ্রীভগবান মনে মনে ভাবেন—এ তো বড়ই মূর্খ! কাজটি করিল বড় আর ফলটি লইল অতি তুচ্ছ। কারণ সকল বিষয় হইতে মন তুলিয়া আমাতে অর্পণ করিয়া, তাহার ফলরূপে আবার বিষয়ের সহিত মনঃসংযোগ-রূপ বৈষয়িক সুখ কামনা করিল! যাহা হউক, এতো মূর্খ—আমার চরণে মন রাখারূপ সুধা পরিত্যাগ করিয়া যে বিষয়ে মন রাখিলে দিনরাত জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে হয়, সেই বিষ ভোগের লালসা করিতেছে। এ মূর্খ হইলেও আমি তো বিজ্ঞ অর্থাৎ ফলের পরিমাণ বুঝিতে পারি। অতএব, এ যখন আমার চরণে নিজ মন ক্ষণকালের জন্যও দিয়াছে, তখন ইহাকে আর জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে দিব কেন? বিশেষতঃ যে বস্তু ইহাকে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে অভাব মিটিবে না; পুনরায় আমার নিকটে প্রার্থী হইবে। এত ভাবিয়া পরমকরুণ প্রভু যে হৃদয় হইতে বাসনা উদ্গম হয়, সেই